মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ২নং মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ জুন) বেলা ১১টায় ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক কাউছার আলী। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শিল্পী খাতুন, রেহেনা খাতুন ও আশমানি খাতুন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পুলিশ ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করা হয়। বাজেট অনুযায়ী ইউনিয়নের রাজস্ব আয় ও সরকারি অনুদানসহ মোট সম্ভাব্য আয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৮৩ লাখ ১৬ হাজার ৮৮ টাকা।

আয়ের প্রধান খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ঘরবাড়ির উপর কর, বকেয়া কর, ট্রেড লাইসেন্স ফি, জন্ম নিবন্ধন ফি, নাগরিক ও ওয়ারিশ সনদপত্র ফি, গ্রাম আদালত ফি, অন্যান্য প্রাপ্তি এবং সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অনুদান।

এর মধ্যে ভিজিডি, ভিজিএফ, এডিপি, টিআর, কাবিখা/কাবিটা, অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রণোদনা, বিদ্যুৎ, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম, স্টেশনারি, অফিস রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, জাতীয় দিবস উদযাপন, দরিদ্র সহায়তা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মোবাইল ও ইন্টারনেট বিলসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যয়।

এছাড়া উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় কৃষি ও সেচ, রাস্তা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মহিলা-যুব ও

শিশু উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহায়তা এবং অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, উন্মুক্ত বাজেটের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। তারা ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে জনসচেতনতা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত বাজেট সভা শেষে উপস্থিত জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

মুজিবনগরে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন উপস্থিত সকলের সামনে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা পাঠ করেন।

এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রওনক জাহান, আনন্দবাস মিয়া মনসুর এম এম একাডেমির শিক্ষক বায়োজিদ হোসেন, আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বাজেটে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ১ কোটি ৬৮ লাখ ৪ হাজার ২৩২ টাকার একটি খসড়া প্রকাশ করেন।

[redacted]

[redacted]

মামলার এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় বাবু দফাদার, জাহাঙ্গীর, আসলাম, মজিবারসহ আরও কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কুলসুম বলেন, হত্যাকাণ্ডটি তার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, রাস্তার দিক থেকে শরিফুলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে নিকিরি নামের গোষ্ঠীর লোকজন। তার উঠানে এসে প্রতিপক্ষের আঘাতে শরিফুল পড়ে যায়।

তিনি (কুলসুম) ঘরের মধ্যে ছিলেন, বাইরে এসে দেখেন অনবরত পেটানো হচ্ছে ছাগল, লোহার রড ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কয়েকজন মিলে। তাৎক্ষণিক তিনি তাদের মারতে নিষেধ করলেও তার কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি; বরং অনবরত পেটাতে থাকে। তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর আগে মানুষ সাধারণত যে ঝাঁকুনি দেয়, সেরকম ঝাঁকনি তিনি দেখতে পান শরিফুলের ঘাড় ও মাথায়। আদালতেও তিনি এই ঘটনার বীভৎস চিত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থানায় মামলা গ্রহণ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম বাদী ছিলেন নিহত শরিফুলের ভাই তয়ব আলী। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে মামলার বাদী হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে হাসান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মামলাটি চলমান থাকলেও এখনো চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে আবার এলাকায় ফিরে এসে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বর্তমানে মামলার অভিযুক্তরা জামিনে রয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে এলাকায় ফিরে এসে তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফেরার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর সেখান থেকে ৭/৬/২০২৬ তারিখে শরিফুলের চাচাতো ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আলমগীরকে কোপ মারার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে গ্রামবাসীসহ স্থানীয়রা তাদের ওপর চড়াও হলে তারা পালিয়ে যায় এবং ১০ তারিখে উল্টো শরিফুলের চাচাতো ভাইদের নামেই কোর্টে মামলা দায়ের করে হত্যাকারী বাবু দফাদার গং।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাদের মতে, এ ধরনের আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে

সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

গাংনীতে বর্জ্য থেকে তৈরি হবে জৈব সার

বর্জ্য মানেই দুর্গন্ধ আর পরিবেশ দূষণ এই সনাতন ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শহরের প্রতিদিনের গৃহস্থালি বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ‘ভার্মি কম্পোস্ট’ বা জৈব সার। এতে যেমন শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে, তেমনি স্থানীয় কৃষকরা পাচ্ছেন সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সার।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন প্রায় তিন টন বর্জ্য সংগ্রহ করে চৌগাছা ডাম্পিং স্টেশনে নেওয়া হয়।

সেখানে কর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করেন। এরপর জৈব বর্জ্য গ্রাইন্ডার মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় মানসম্পন্ন জৈব সার। বর্তমানে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদিত হচ্ছে, যা কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন সক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগও প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

কর্মরত কর্মী লিপী রিবেরু ও জরিকস জানান, তারা বাজার ও ঘরবাড়ি থেকে আনা বর্জ্য বাছাই করে মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করেন এবং পরবর্তী ধাপে তা নির্দিষ্ট বক্সে পচানোর জন্য রাখা হয়। বর্জ্য থেকে সার তৈরির এই প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সবজি চাষি সাবান আলী বলেন, “গাংনী পৌরসভার এই জৈব সার ব্যবহার করে আমি দারুণ সুফল পাচ্ছি। শুরুতে অনেকে এই সার নিয়ে টিপ্পনী কাটলেও এখন তারাই এটি ব্যবহারের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।”

গাংনী পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী রাজু আহম্মেদ বলেন, “প্রতিদিন উৎপন্ন বর্জ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে তা মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়। আমাদের এই উদ্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার পাশাপাশি টেকসই কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে গাংনী বাজার থেকে যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা থেকে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব সার কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পরিশোধন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা গেলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।”

পৌরসভার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারাও।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, “বর্তমানে মাটির গুণাগুণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ ৫ শতাংশ থাকার কথা থাকলেও গাংনীতে তা রয়েছে মাত্র ০.৭৭ শতাংশ। ফলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। পৌরসভার উৎপাদিত এই সার কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উদ্যোগটি আরও বড় পরিসরে বিস্তৃত করা গেলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।”

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৃষিকে এগিয়ে নিতে গাংনী পৌরসভার এই উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মুজিবনগরে সার পাচারের সময়

[redacted]

[redacted]

এদিকে স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ডিলারদের এমন অবৈধ পাচার ও মজুতের কারণেই মাঠপর্যায়ে কৃত্রিম সার সংকট তৈরি হয়। তারা এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ৫ শতাধিক গাছের গোড়া থেকে পলিথিন অপসারণ

“ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর, সুরক্ষিত প্রকৃতি গড়বো আগামী বাসযোগ্য পৃথিবী” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশের প্রায় ৫ শতাধিক গাছের গোড়া থেকে ক্ষতিকর পলিথিন ও বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য অপসারণ করা হয়।

পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গাছের গোড়ায় পলিথিন ও ক্ষতিকর বর্জ্য না ফেলার আহ্বান জানিয়ে এ বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আয়োজকরা জানান, গাছের গোড়ায় পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্য জমে থাকলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এ সময় আয়োজিত পরিবেশবিষয়ক বিশেষ ক্যাম্পেইনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তারা পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে জেট নেট-বিডি ক্যাম্পেইন, মেহেরপুর।

বক্তারা বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য পরিবেশবান্ধব

আচরণ গড়ে তুলতে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি তারা আহ্বান জানান।

ক্ষুদ্র কটেজ শিল্প বিষয়ক বিজিএমইএ’র স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন শাহমিজ বকুল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপির কৃতি সন্তান শাহমিজ বকুল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (BGMEA) ক্ষুদ্র কটেজ শির্প বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তাঁর মনোনয়নকে শিল্পখাতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দক্ষ নেতৃত্ব এবং অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, শাহমিজ বকুলের নেতৃত্বে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটিরভিত্তিক পোশাক শিল্প আরও গতিশীল হবে। উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন উদ্যোক্তা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

একই সঙ্গে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যুক্ত হবে বলেও প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

শাহমিজ বকুলের এ অর্জনে আমঝুপিসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং কর্মজীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, শাহমিজ বকুল ১৪ জুন ২০২৬ তারিখে বিজিএমইএর স্মল কটেজ

ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হন।

মেহেরপুরে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন,

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, জেলা সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক শফিকুল ইসলাম সাজ্জাদ, পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, জেলা খামার বাড়ির উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক শামসুল আলম সোনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের সদস্য আনোয়ারুল হক কালু, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক (অ. দা.) নাসিমা খাতুন প্রমুখ।

সভায় জেলার আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতি, মাদকমুক্ত সমাজ, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিয়ে রোধ এবং আত্মহত্যা প্রবণতা রোধে করণীয়সহ জেলার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

[redacted]

“[redacted], [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]” [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর ব্র্যাক অফিসে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার আয়োজিত এ চক্ষুসেবা ক্যাম্পে ৫৩৯ জন মানুষকে চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়।

ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সুদক্ষ টিমের মাধ্যমে এ চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী ৫৩৯ জনের মধ্যে ৩১৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া যেসব রোগীর চোখে ছানি ও অন্যান্য জটিল সমস্যা শনাক্ত হয়, তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনে রেফার করা হয়।

এ সময় চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ। তিনি ব্র্যাকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এ ধরনের জনসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্র্যাক এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প পরিদর্শনে আসা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সেবাগ্রহীতারা ব্র্যাকের এ কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহ মো. জাহাঙ্গীর আলম, ডিভিশনাল কো- অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন), শেখ মনিরুল হুদা, ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, জি. এম. নাজমুল হুসাইন, আরএম (দাবি), মো. রবিউল ইসলাম, আরএম (প্রগতি), নুরুন্নাহার পান্না, এরিয়া ম্যানেজার

(দাবি), মো. নুরুজ্জামান, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন) এবং মোস্তাফিজুর রহমান, বিএম (দাবি) প্রমুখ।